Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৫ আগস্ট, ২০২০

৪৩ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২৪ আগস্ট, ২০২০, সোমবার, ৭ ভাদ্র, ১৪২৭

মহামারি বিপর্যয় মোকাবিলা ও বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সিপিআই(এম)-এর দেশজোড়া প্রচার সপ্তাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ আগস্ট, বর্ধমান : কোভিড সংকটের উদ্ভূত জনজীবনের সমস্যা, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী ও স্বৈরাচারি পদক্ষেপের প্রতিবাদে সপ্তাহব্যাপী দেশজোড়া প্রচার সপ্তাহের ডাক দিয়েছে সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটি। ২০-২৬ আগস্ট প্রচার সপ্তাহ চলছে দেশজুড়ে। বর্ধমান জেলাতেও প্রচার আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে গ্রামে ও শহরে। জেলার সর্বত্রই স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রচার

সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। প্রচার সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য দাবিগুলি হল— আয়করের আওতার বাইরে সব পরিবারকে মাসে ন্যূনতম ৭৫০০ টাকা অন্তত ছয় মাস দিতে হবে, জিডিপির ন্যূনতম ৩ শতাংশ জনস্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করতে হবে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনকে বাতিল করার সমস্ত নির্দেশ প্রত্যাহার, জম্মু-কাশ্মীর সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে, শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন চালু করা, প্রধানমন্ত্রীর নামে বেসরকারি ট্রাস্টে সংগৃহীত অর্থ রাজ্যগুলিকে হস্তান্তর করা, বিপর্যয় মোকাবিলা আইন চালু থাকায় মহামারিতে মৃতদের পরিবারকে জাতীয় বিপর্যয় রিলিফ ফান্ডের নিয়ম মেনে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রভৃতি নিয়ে দেশজোড়া প্রচার সপ্তাহে পূর্ব বর্ধমান জেলাতে প্রচার কর্মসূচি চলছে। এছাড়া রেগায় ন্যূনতম ২০০ দিন কাজ, বেকার ভাতা, বেসরকারিকরণের বিপক্ষে প্রচার সংগঠিত হচ্ছে।

এ্যান্টিবডি টেস্ট শিবিরের উদ্বোধন করলেন অমল হালদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ আগস্ট : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বর্ধমান শহর-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ও থায়রোকেয়ার-এর সহযোগিতা আজ হয়ে গেল কোভিড এন্টিবডি টেস্ট। প্রয়াত সন্তু দত্ত স্মরণে এই পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অমল হালদার। বক্তব্য রাখেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক নজরুল ইসলাম। উদ্বোধন করতে গিয়ে অমল হালদার বলেন, কোনো বুজরুকি নয়, সামাজিক দূরত্ব নয়, শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে আক্রান্তদের পাশে থাকতে হবে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের। তাই এই ধরনের শিবিরের প্রয়োজনীয়তা আছে, উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। শ্রী হালদার বলেন, আমরা, আমাদের কর্মীরা সারা রাজ্যে করোনাকে প্রতিহত করতে কাজ করে চলেছি।

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, বর্ষীয়ান নেতা অরিন্দম কোঙার, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, সাইদুল হক, তরুণ রায় প্রমুখ। এদিন ১২০ জনের এ্যান্টিবডি টেস্ট হয় সিপিআই(এম) জেলা দপ্তর শাহেদুল্লাহ বিজয় ভবনে।

জনসমস্যা নিয়ে বামফ্রন্টের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ আগস্ট : কোভিড পরিস্থিতিতে উদ্ভূত মানুষের সমস্যাগুলিকে নিয়ে জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিল বামফ্রন্ট ও তার সহযোগী দলগুলি। এদিন দুপুরে জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেন। উল্লেখয়োগ্য দাবিগুলির মধ্যে ছিল কোভিড টেস্ট কোথায় কিভাবে হচ্ছে তা মানুষকে বিশদভাবে জানাতে, পরীক্ষার রিপোর্ট দ্রুত দিতে হবে। কোভিড আক্রান্তদের মরদেহের অন্তিম সংস্কার দ্রুত করতে হবে। কখনো কখনো ৫-৭ দিন সময় লেগে যাচ্ছে। বর্ধমান শহর সহ জেলায় দ্রুত সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, ফলে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং-এর উপর জোর দিতে হবে যাতে গোষ্ঠী সংক্রমণ প্রতিহত করা যায়। কোভিড আক্রান্ত ও সেই পরিবারকে অযথা হয়রানিতে কোনোভাবেই ফেলে দেওয়া যাবে না। কোভিড হাসপাতালে বেড সংখ্যা বাড়ানো, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট বাড়ানো, নন-কোভিড রোগীদের চিকিৎসার সঙ্কট চলছে সেক্ষেত্রে নজর দিতে হবে। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম সহ ১৪ দফা দাবি সম্বলিত স্বাক্ষরপত্র এদিন তুলে দেওয়া হয় প্রতিনিধি দলে অমল হালদার ছাড়াও ছিলেন অপূর্ব চাট্যার্জী, সমর হাজরা, বাসুদেব ওঝা, কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, জওহর আলি, শ্রীকান্ত রানা প্রমুখ। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে প্রশাসন বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখবে বলে প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছে।

বেহাল রাস্তা, চরম বিপাকে কৃষক-ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১১ আগস্ট : গ্রামের প্রবেশ ও বেরোনোর একমাত্র রাস্তাটা দীর্ঘদিন থেকে চরম বেহাল। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন গ্রামবাসী, কৃষক ও ছাত্ররা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ বারবার আবেদন নিবেদন করেও হেলদোল নেই স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের। সমস্ত স্তরের মানুষের বিপাকে পড়া এই গ্রামটির নাম হালতেচড়া। পূর্বস্থলী-২ ব্লকের ঝাউডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামে সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটু পর্যন্ত কাদা হয়ে যাওয়ায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। এই গ্রামে বেশিরভাগ মানুষই কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। এই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে পাট চাষ হয়। পাট নিয়ে দুর্ভোগের শেষ থাকে না। মানুষ সাইকেল নিয়ে যেতে গিয়েও রাস্তায় কাদায় পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খান। আর স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। এই গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ বহুবার পঞ্চায়েতকে আবেদন নিবেদন করেও কোনো লাভ হয়নি। তাই প্রশাসনের কাছ যথাশীঘ্র রাস্তাটি ঢালাই করে দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ, স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ আগস্ট : কালনা এলাকার বাম-গণসংগঠনগুলির উদ্যোগে যৌথভাবে কালনা মহকুমা বিদ্যুৎ দপ্তর-এর সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাশাপাশি এই দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজারকে কয়েকটি আশু দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, সিআইটিইউ, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতাকর্মীরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের

দাবি ছিল মাসের বিদ্যুৎ বিল প্রতি মাসে নিতে হবে, প্রতি মাসের ইউনিটের দাম প্রতি মাসে নিতে হবে ৩ মাসের বিদ্যুৎ

—এরপর চারের পাতায়

শুভানুধ্যায়ী ও গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠি তীব্র আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। মহামারিকালে সঙ্কট আরও তীব্র হয়েছে। কোনো আয় নেই অথচ পত্রিকা প্রকাশনার খরচ বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আবেদন—যাঁদের গ্রাহক চাঁদা বাকি রয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে আমাদের পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করুন। আমাদের Bank details

Title of A/C : Natun Chithi
A/C No. : 10212634603
State Bank of India
Burdwan University Branch
IFSC Code : SBIN0002033

অশোক ব্যানার্জীকে স্মরণ : বিশেষ সংখ্যা নতুন চিঠি

নতুন চিঠির প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর স্মরণে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। লিখেছেন— বিমান বসু, মদন ঘোষ, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, আভাস রায়চৌধুরী, জহর মুখার্জী, মৃদুল সেন, সাইদুল হক, তাঁর দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সচিব জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী সহ প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বন্ধু ও আত্মজনেরা।

সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমানে কোভিড অ্যান্টিবডি টেস্ট

পার্থ চৌধুরী : করোনা একটা আতঙ্কের নাম। এত বেশি ভয় সাম্প্রতিককালে কোনো রোগ নিয়ে তৈরি হয়নি। অথচ, এই রোগটা একটি মহামারীর রূপ নিলেও আমাদের দেশে এর মৃত্যুহার মোটেই বেশি নয়। সুস্থতার হার তো আমাদের দেশে তো বটেই রাজ্যেও লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। জন-সচেতনতাই এই রোগের ভয় কাটাতে পারে। ঠিক এই পথেই হাঁটতে চলেছে সিপিআই(এম)-এর পূর্ব বর্ধমান জেলার সংগঠকেরা। ২৩ আগস্ট দলের বর্ধমান-১ নং আঞ্চলিক কমিটির আয়োজনে হয়েছে কোভিড অ্যান্টিবডি টেস্ট। খরচও খুব কম। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের উপকার হবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২১ আগস্ট ৪৯ জন নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। তার মধ্যে বর্ধমান শহরেই ১৮ জন। এই মুহূর্তে জেলায় কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮৪; জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২০৮২। কিন্তু ছাড়া পেয়েছেন ১৬৫৯ জন। কিন্তু এই পরিসংখ্যানগুলোর তেমন প্রচার নেই। অনেক বেশি মানুষ এই রোগ থেকে সেরে উঠছেন। শহরের এক ব্যবসায়ী কয়েকদিন আগে কোভিড জয় করে দোকান খোলায় তাঁকে রীতিমতো সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। মাস্ক পরা, হাত ধোওয়ার মতো স্বাস্থ্যবিধি মানতে পরামর্শ দেওয়াটা এই মুহূর্তে একটা বড় কাজ। পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিআই(এম) করোনা পর্বে নানা কাজ করে এসেছে। দলের যুবশাখা শহরের নানা এলাকায় স্যানিটাইজ করেছে। ছাত্র-যুবরা বিভিন্ন এলাকায় লঙ্গরখানা খুলেছে। অনেক জায়গায় খাবার বিলি করেছে। কোথাও শিশুদের গুঁড়ো দুধ পৌঁছে দিয়েছে। এছাড়া দলের মহিলা শিক্ষক কর্মচারী কিংবা যুব সংগঠন নানা এলাকায় সংগঠিতভাবে ফুড প্যাকেট বিলি

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২০

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।
নবীন-প্রবীণের নব সৃষ্টিতে এবারেও সেরা সম্ভারে।
৩১ আগস্ট-এর মধ্যে আপনার লেখা পাঠাতে পারেন। সরাসরি অথবা ই-মেলে। তবে হার্ডকপি অবশ্যই পাঠাবেন।
কপি রেখে লেখা পাঠান। প্রবন্ধ বা গল্প যেন ১৮০০ শব্দের বেশি না হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
আমাদের mail id : weeklynatunchithi@gmail.co, dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২৪ আগস্ট, ২০২০

‘স্বচ্ছ’ প্রধানমন্ত্রীর দায়বদ্ধতা

‘পি এম কেয়ার’ তহবিলের টাকায় পি এম নিজের কেয়ার করছেন না দেশবাসীর? কোন খাতে এই তহবিলের টাকা খরচ করা হচ্ছে? উঠছে প্রশ্ন। ‘পি এম কেয়ার’ তহবিলের জন্মের পর থেকেই স্বচ্ছতা নিয়ে নানা গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি এমন নয় যে এসব প্রশ্নের উত্তর দিলে দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তবু প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সহযোগীদের ধনুর্ভঙ্গ পণ, না কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে না। তহবিলটি সম্পূর্ণ বেসরকারি, সুতরাং হিসাব জনসাধারণ কেন, কাউকেই দেওয়া হবে না। অথচ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নীতিগত প্রশ্নগুলি প্রতিদিন জোরদার হচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তাঁর মন্ত্রীসভার অন্য মন্ত্রীদের যুক্ত করে গঠিত হয়েছে যে তহবিল, তার স্বচ্ছতার প্রশ্নটি শুধু বর্তমানে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক ইস্যু নয়, সাধারণ আমজনতার দরবারেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এহেন তহবিলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো বিপুল অর্থ দান করছে। এই তহবিলে দান করলে আয়কর ছাড়ের ঘোষণা করেছে সরকার। প্রশাসনিক ও শাসক দলের রাজনৈতিক চাপে সমস্ত সরকারি কর্মী ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীকে এক দিনের আয় দান করার জন্য প্রায় বাধ্য করা হয়েছে। এমনকি কর্পোরেটদের সামাজিক দায়বদ্ধতার টাকাও এই তহবিলে জমা পড়ছে। সরকারি তহবিলকে প্রায় অকেজো ও নিষ্ক্রিয় করে প্রবল সরকারি ও রাজনৈতিক তৎপরতায় রাতারাতি ফুলিয়ে তোলা হয়েছে ‘পি এম কেয়ার’ তহবিল। প্রথম দু’মাসেই ওই তহবিলে জমা পড়েছে দশ হাজার কোটি টাকা। স্বাভাবিকভাবেই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে।

নাগরিক সমাজে উদ্ভূত প্রশ্ন ও সন্দেহের যথার্থ নিরসন না ঘটিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত যদিও রায় দিয়েছে বটে, তা বলে স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার প্রশ্নগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়নি। প্রচলিত আইনের কাঠামোর মধ্যে তহবিলটি যেভাবে গঠিত হয়েছে তাতে বেসরকারি হিসেবে গণ্য। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই তহবিলের মাথায় অবস্থান করছেন। অথচ সরকারি অডিট সংস্থা এই তহবিলের হিসাব পরীক্ষা করতে পারবেন না। ব্যক্তিনামে নয়, একাধিক শীর্ষমন্ত্রী, শীর্ষ পদাধিকারী এই তহবিলের সাথে যুক্ত। এঁদের সংযুক্ত থাকায় এঁদের নৈতিক অবস্থানের প্রশ্নটিও গুরুতর বলেই মনে করছেন দেশের আমজনতা। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা রক্ষা করা যেমন আমাদের স্বচ্ছ প্রধানমন্ত্রীর দায়বদ্ধতা, তেমনই তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদেরও।

জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস পালিত

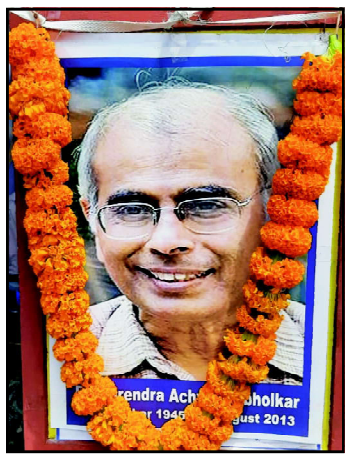

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০১৩ সালের ২০ আগস্ট কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের নেতা, মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকরকে প্রাতঃভ্রমণের সময় খুন করা হয়। সারা ভারত জনবিজ্ঞান আন্দোলনের পক্ষ থেকে পরের বছর থেকে তাঁর অমূল্য অবদানকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য দিনটি কুসংস্কার বিরোধী দিবস রূপে পালিত হতো। ২০১৮ সাল থেকে দিনটি জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস রূপে পালিত হচ্ছে। ২০২০-তে তাৎপর্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ওইদিন লকডাউন থাকায় কর্মসূচি হয়েছে ১৯-২৫ তারিখের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষে পূর্ব বর্ধমানের কালনা, বুদবুদ-গলসী, মেমারি-১, গুসকরা ও বর্ধমান শহরে এবং পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা, দুর্গাপুর, ইস্পাত, এন.আই.টি-দুর্গামণ্ডপ, অণ্ডাল, জামুড়িয়া, রানিগঞ্জ, আসানসোল, বার্ণপুর, কুলটি ও বারাবনীতে দিনটিতে কোভিড-সচেতনতার প্রচারে পতাকা উত্তোলন, মাস্ক ও সাবান বিলি, বৃক্ষরোপণ, থার্মাল স্ক্রিনিং, দেহের অক্সিজেনের মাত্রা মাপা, গান, ‘প্রশ্ন করো ক্যানো’ বিষয়ে আলোচনা, কবিতা পাঠ, লিফলেট বিলির সঙ্গে যুক্তিবাদী অনুষ্ঠানে করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে সভাগুলি থেকে দাভলকর, পানসারে, কালবুর্গি ও গৌরি লঙ্কেশের খুনিদের চরমতম শাস্তির দাবি জানিয়ে সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও কুসংস্কারবিরোধী আইন পাশের দাবি জানানো হয়।

সঙ্গে গুসকরার মুক্তমনা বিজ্ঞানকর্মী সৈকত গোলদারকে প্রাণনাশের হুমকির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবি জানানো হয়। সভাগুলিতে দু’জেলার জনবিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাড়াও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক, চিকিৎসক, প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিল্পী, কবি ও ইঞ্জিনিয়াররা।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। ***-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি***

সব হিন্দুকেই ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে হবে কেন?

অতনু হুই

হিন্দু ধর্ম বহু দেবতা পূজিত এক বহুত্ববাদী ধর্ম। তাই বলা হয় এ ধর্মে ৩৩ কোটি দেবতা। রাম অবশ্যই সেই তালিকায় একজন। এদেশে পঞ্চ উপাসনা পদ্ধতি স্বীকৃত। সেগুলি হল সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব এবং শাক্ত। কাজেই এই উপাসকরা সবাই হিন্দু। সকলের আরাধ্য দেবতা ও উপাসনাপদ্ধতি আলাদা। এই বাংলার বেশিরভাগ মানুষ গ্রহণ করেছেন শাক্ত উপাসনা পদ্ধতি। কালী, চণ্ডী, দুর্গা এসব আর কি। রামের উপাসনা উত্তরভারতকেন্দ্রিক বা হিন্দিবলয় জুড়ে। বাংলা জুড়ে রামায়ণে রাম যার উপাসনা করেছিলেন সেই দেবী দুর্গার পূজাই বৃহত্তম। যা উৎসবে পরিণত আজ। আবার দক্ষিণভারতে রাম যাঁকে বধ করেছিলেন সেই রাবণ, যিনি আবার রামের অকালবোধনে পুরোহিত হয়েছিলেন, তাঁর পূজা পদ্ধতির চল রয়েছে। কাজেই যে যে-রকম পারেন ভক্তিভরে পূজা করেন। এটাই হিন্দু ধর্মের সারমর্ম। আবার চণ্ডী, মনসা, শীতলা, কালী মূলত বড় অংশের নিম্নবর্গীয় মানুষের দেবী। তাহলে সব হিন্দুকেই ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে হবে কেন? আসলে বলতে বাধ্য করা বা এই বলপ্রয়োগের নামই ‘হিন্দুত্ব’। যেটা হিন্দুধর্ম নয়, হিন্দুত্বের ঘৃণ্য রাজনীতি। যা মানুষের বহুত্ববাদী বিশ্বাসকে আঘাত করে। ইসলাম, খ্রিশ্চান এ সব ধর্ম একদেবতা, এক ধর্মগ্রন্থকেন্দ্রিক। হিন্দু ধর্মে অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ, অসংখ্য দেবতা। তা সব ভুলে কেবল রাম, আর সীতা বা রামায়ণে মশগুল করে রাখতে চাইলে সব হিন্দু তা মানবে কেন? এই বাংলায় কটা রাম মন্দির আছে? বর্ধমান, নাম যার মহাবীরের সময়কাল থেকে উৎপত্তি, এখানে রামমন্দির খুঁজে পাওয়া তো খুবই মুস্কিল। কিন্তু তাতে মানুষের যুগে যুগে হিন্দু হয়ে থাকতে অসুবিধা হয়নি। মঙ্গলকাব্যের একটি অংশের উৎপত্তি বর্ধমানের এখানেই। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল। কাজেই হিন্দু ধর্মের সহনশীলতাই মানুষকে এই ধর্ম অঙ্গীভূত করে রেখেছে দীর্ঘকাল। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাটিই চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বলেছিলেন। আমি ‘হিন্দু ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে দাবি করি, কারণ এই ধর্ম অন্য সব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে”। আর আজ অন্যান্য ধর্ম বাদ দিন, নিজ ধর্মের ভিন্ন উপাসনাগুলিকে পর্যন্ত ম্লান করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। হিন্দি ভারত, উত্তরভারতের ধর্মসংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে গোটা দেশে। কাজেই এ বিরোধিতা ধর্ম বা ধার্মিক মানুষদের ধর্মে ভক্তিকে নিয়ে নয়, তা আসলে ‘হিন্দুত্বের’ ঘৃণ্য রাজনীতির বিরোধিতা, যা আসলে প্রকৃত হিন্দু ধর্মের আদর্শকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছে ঘৃণা আর শক্তিকে জাহির করে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম হবার পরেও কেন হিন্দুধর্ম পৃথিবীজুড়ে বিস্তারলাভ করতে পারলো না? অথচ পরবর্তীকালের ধর্ম হয়ে খ্রিস্টান, ইসলাম পারলো। কেন এ দেশের মানুষেরা হিন্দুধর্মের আধিপত্য মুক্ত হতে চেয়ে দলে দলে বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিল? হিন্দু-পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে বিশ্ব বিস্তারে সক্ষম হলো অথচ হিন্দু ধর্মের পক্ষে তা সম্ভবপর হলো না কেন? রাষ্ট্রীয়ধর্ম হিন্দু হবার পর নেপাল আজ নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে সংবিধানে ঘোষণা করেছে। একই মুসলমান ধর্মের দেশ হবার পরেও পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে পাকিস্তান থেকে ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে। ধর্ম তাদের এক দেশে বেঁধে রাখতে পারেনি। কাজেই ধর্মের বড়াই না করে আসুন কর্মের বড়াই করি। জন্মের পর শিশু তার অজান্তেই ধর্ম লাভ করে। ধর্ম তো আমরা কেউ জ্ঞান হবার পর স্বইচ্ছায় গ্রহণ করি না। বরং ত্যাগ করবো মনে করলে যে কেউ স্বইচ্ছায় তা করতে পারি। উদাহরণ আছে—এতে মধুসূদনের মাইকেল হতে, আম্বেদকরের বৌদ্ধ হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। তাঁদের কর্মের মহৎ পরিচয়ে ধর্মত্যাগ কোনো বাধা হয়নি। নানক হিন্দুর ঘরে জন্মেই শিখধর্মের সূচনা করেছিলেন। বুদ্ধ থেকে শ্রীচৈতন্য সবাই একই ভাবে। মানুষের প্রিয় হিন্দুধর্মকে আঘাত বা তার পছন্দের উপাসনা পদ্ধতির উপর বলপ্রয়োগ করবেন না। এর থেকে যাঁরা চিৎকার করে বলে ‘ধর্ম মানি না’ তারা হিন্দু ধর্মের পক্ষে কম ক্ষতিকর।

বিশ্ব ফটোগ্রাফি (আলোকচিত্র) দিবস

কাজী আব্দুল করিম

১৮৩৯ সালের আগস্ট মাসে ফরাসি বিজ্ঞানী লুই দ্যাগার (জন্ম ১৮.১১.১৭৮৭, মৃত্যু ১০.৭.১৮৫১) স্থায়ী ছবি আলোর সাহায্যে সৃষ্টি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি ধাতুর পাতের ওপর রাসায়নিক প্রলেপ লাগিয়ে এবং সেটিকে ব্যবহার করে ছবি তোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ১৮৩৯ সালের ১৯ আগস্ট ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী প্যারিসে এক অনুষ্ঠান করে লুই দ্যাগারের এই আবিষ্কারের কথা সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের কাছে ঘোষণা করেন এবং তা বিনামূল্যে বিশ্বের জনগণের উদ্দেশ্যে সমর্পিত করেন।

১৮৪০ সালে বিজ্ঞানী জোফেজ পেটজভান লুই দ্যাগারের আবিস্কারকে কাজে লাগিয়ে ক্যামেরার লেন্স তৈরি করেন। তারও পরে ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হেনরি ফক্স ট্যালবট ফটোগ্রাফিকে আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যান।

১৮৪৪ সালে এফ এম মন্টারিও কলকাতায় একটি পেশাদারি ফটোগ্রাফিক স্টুডিও খোলেন। এই ঘটনার ৬ বছর পর ১৮৫০ সালে ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৬ সালে ঢাকা শহরে প্রথম ফটোগ্রাফির মাধ্যমে ছবি তোলা হয়। ১৮৬৪ সালে ঢাকার কিছু উদ্যোগী শহরে ফটোগ্রাফি প্রচলনের উদ্যোগ নেন। খাজা আহসানুল্লাহ ১৮৮৮ সালে কলকাতাভিত্তিক ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়াতে যোগদান করেন।

কলকাতায় প্রথম কৃত্রিম আলোয় স্টুডিওতে কাজ শুরু করেন চারু গুহ অ্যালবার্ট হলে ১৯২০ সালে। ১৯৫৭ সালে ফটোগ্রাফি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলনে বেণু সেন। ১৯৯১ সালে ভারতের আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফিক কাউন্সিল বিজ্ঞানী লুই দ্যাগারের আবিষ্কারের দিনটিকে ‘বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস’ হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমানে প্রতিবছর ১৯ আগস্ট এই দিবসটি সারাবিশ্বের পালন হচ্ছে। ১৯৯০-এর দশকেও ফটো তোলার জন্য কামেরা ও ফিল্ম অনিবার্য ছিল এবং তা ছিল বেশ খরচসাপেক্ষ। এখন মোবাইলের যুগ। ফটোগ্রাফি জানে না এমন মানুষ বিরল। গত কয়েক দশক আগেও মানুষ জানতো না মোবাইল কিভাবে ঘরে ঘরে ফটোগ্রাফি পৌঁছে দেবে।

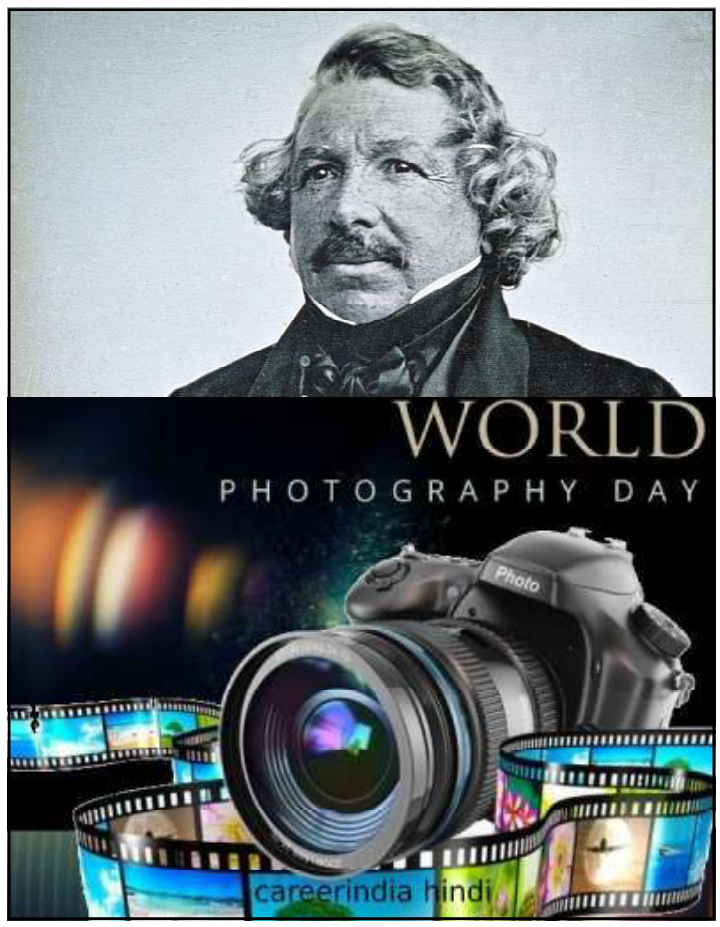

মোবাইলে বা ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলতে ফিল্ম লাগে না এবং ডেভেলপ ও প্রিন্ট করতে হয় না। সেজন্য বাড়তি খরচও নেই। তাছাড়া ছবি তোলার পর তা দেখেও নেওয়া যায় যা ফিল্ম ক্যামেরায় একেবারে সম্ভব ছিল না। এখন ফটোগ্রাফি আমাদের জীবনে এক অভিন্ন অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন মানুষ প্রতিদিন হাজার হাজার ছবি তুলে সামাজিক নেটওয়ার্কে, ফেসবুকে, হোয়াটঅ্যাপে পোস্ট করছে, যার ফলে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ছবির আদানপ্রদান অনেক সহজ হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত ব্যবহার ছাড়াও ব্যবসা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বিনোদন এবং গণমাধ্যমে ফটোগ্রাফির ব্যবহার বহুল প্রচলিত। আজ ফটোগ্রাফি ছাড়া কোনো পত্রিকা চালানো অসম্ভব। তাই ফটোগ্রাফির জনক লুট দ্যাগারের আবিষ্কার আজ নতুনরূপে সর্বজনীন রূপ পেয়েছে বলে তাঁকে স্মরণ করা উচিত। তাঁর আবিষ্কারকে মর্যাদা দিতে তা ১৯ আগস্ট দিবসটি ‘বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস’ হিসাবে পালন করা সকলের উচিত।

অন্য সংস্কৃতি

এখনও ঘোরে কুলাল চাক, ভরসা নেই নতুনদের

শ্যামসুন্দর বেরা

মৃৎপাত্র ব্যবহারের ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। নদীমাতৃক বাংলার পলি মাটি মৃৎশিল্পের প্রবহমানতাকে ধরে রেখেছে স্মরণাতীত কাল থেকেই। বর্ধমান জেলার ভরতপুর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি,

মঙ্গলকোট প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রে খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত নানান ধরনের মৃৎপাত্র বিস্তীর্ণ জনপদে তার ব্যবহারের প্রাচীনতাকে মান্যতা দেয়। ডব্লু ডব্লু হান্টারের 'আ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল' গ্রন্থ উদ্ধৃত করে বলা যায় যে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুসারে বর্ধমান জেলায় দক্ষ মৃৎশিল্পীর সংখ্যা ছিল ৪,৭৫৪। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের তালিকায় ছিল তন্তুবায় ২৪,৫৫৭, স্বর্ণশিল্পী ৩,৭৬৭ এবং কর্মকার ৩,৫৮৬। সুতরাং জেলায় কর্মকারের থেকে কুম্ভকারের সংখ্যা বেশি ছিল এটা স্পষ্ট।

বর্ধমান জেলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু-এক ঘর কুমোর পাওয়া যায় ঠিকই। কাছাকাছি একটি ব্যতিক্রমী গ্রাম হল সালুন। সালুন গ্রামে পাল পদবির প্রায় পঁচাশিটি পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায় কুমোরপাড়া তথা পালপাড়ায়। গ্রামটি খণ্ডঘোষ ব্লকের শশঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ পাড়ায় ঢুকে চোখে পড়ল যাটোর্ধ্ব ছোটোখাটো কঙ্কালসার একটি মানুষ খামার থেকে মাথায় করে মাটি নিয়ে যাচ্ছে। উঠোনে শুকনো হচ্ছে কাঁচা সামগ্রী। কেউ ব্যস্ত মাটি মাখতে, কেউ আবার চাক ঘুরিয়ে শিল্পকর্মে ব্যস্ত। এখানকার কুমোররা মূর্তি নয়, মূলত তৈরি করেন মৃৎপাত্র।

২০১৩ সালে প্রকাশিত ইতিহাসের গবেষক সুরজিৎ রাউতের সন্দর্ভ উল্লেখ করে বলা যায় যে সে-সময় পাল পরিবারের সংখ্যা ছিল ৬০টি কিন্তু ১৮টি পরিবার সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল মৃৎপাত্র তৈরির কাজে। ঠিক পাঁচ বছর পরে গ্রামে গিয়ে দেখা গেল পরিবারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে পঁচাশি কিন্তু সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে মাত্র আটটি পরিবার। অর্থাৎ পাঁচ বছরে দশটি পরিবার পেশা বদল করেছে।

পেশা বদলের এই চিত্র কেবল সালুন গ্রামের কুমোরদের নয়, এ-চিত্র বাংলার সর্বত্রই। একসময় গৃহস্থালীর কাজে মাটির পাত্রের ভালো রকম ব্যবহার ছিল। কলসি, হাঁড়ি থেকে শুরু করে তাওয়া, মুড়ি ভাজার খোলা-খাপুড়ি (খুলি), মালসা, সরা, ভাঁড়, কুঁজো, জালা, ফুলের টব—কত কী-ই না ব্যবহৃত হত! সময়ের পরিবর্তনে এগুলির ব্যবহার প্রায় তলানিতে ঠেকেছে বা বিকল্প পাত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এক সময় সালুন থেকে সদরঘাটের মেলায় বড় ট্রাক বোঝাই হয়ে মৃৎপাত্র আসত বিপণনের জন্য। বর্তমানে ভ্যানে করে এনেও অবিক্রিত থাকে কিছু মালপত্র। দশকর্মা দোকানের মাটির বাসন, দইয়ের হাঁড়ি, ইতু, তোষলার সরা তৈরি করে সারা বছরের কর্মসংস্থান হয় না বা সংসার চলে না। স্বাভাবিক কারণেই পেশা বদল।

হাঁড়ি আলাদা হলেও এই পেশার সঙ্গে যুক্ত সবচেয়ে বড়ো পরিবারটি হল মৃত্যুঞ্জয় পাল, জলধর পাল, হলধর পাল, সন্তোষ পাল এবং অমর পালেদের। তাঁদের সাত ভাইয়ের মধ্যে মৃৎপাত্র তৈরির সঙ্গে যুক্ত আছেন পাঁচ ভাই। এঁদের সকলেই বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়। জীবিকা টিকিয়ে রেখেছেন মূলত এঁরাই। পরবর্তী প্রজন্মের অনন্যোপায় হয়ে পেশায় থাকা মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা। তাঁদেরই একজন হলেন মহাদেব পাল। শিল্পের খুঁটিনাটি থেকে হালহকিকত সবই জানালেন। পরিচিত করালেন উপকরণ এবং যন্ত্রপাতির নাম এবং ব্যবহার সম্পর্কে।

কুমোরের চাকা হল 'কুলাল চক্র'। এটির বেড় অংশটি বাঁশের বাতার ওপর মাটি ধরিয়ে তৈরি হয় 'কড়োল'। থাকে 'বাউলে' (স্পোক) এবং 'পদ্ম' (যার ওপর মাটি থাকে), 'চাকলড়ি' (চাক ঘোরানোর লাঠি)। চাকে ঘোরানো অর্ধসমাপ্ত মৃৎপাত্রগুলিকে পিটিয়ে নির্দিষ্ট আকার দিতে ব্যবহৃত হয় পাথরের তৈরি 'বোলে' আর কাঠের হাতার মতোর 'পিটনে' বা 'পিন্নে'। চাকের পাশে রাখা জলের হাঁড়িটি হল 'চাকুনে হাঁড়ি'। ঘুরন্ত চাকে মাটির পাত্রের কানা, গলা তৈরিতে বা মসৃণ করতে লাগে বাঁশের তৈরি 'উঁচো'। কাটনি সুতো এবং পেরেক ব্যবহৃত হয় পদ্ম থেকে অসমাপ্ত পাত্র বা 'পাণ্ডই'কে আলাদা করতে। কাঁচা পাত্রগুলিতে 'বনক মাটি'র প্রলেপ দিয়ে শুকনো করা হয়। শেষে 'ভাঁটি' বা 'পোয়ান'-এ পাত্রগুলিকে পোড়ানো হয় খড়, কাঠের গুঁড়ো দিয়ে। মাটি আনা, চালনিতে চালা, মাখা, চাক ঘোরানো, পাত্র তৈরি করার কাজগুলি করেন পুরুষরা। বাড়ির মহিলারাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বোলে, পিটনের কাজে, বনক মাটির প্রলেপ, ছাপ, নকশা তৈরি করতে। সংসার চালাতে এ হল স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টা।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে কুমোরবাড়ির ছেলেরা কেউ কেউ কাজ করছে জমি লিজ নিয়ে চাষ করছে, কাজ করছে মুদিখানা, গ্যারেজ, লেদে, বালিখাদে। উন্নয়ন যেন থমকে আছে পালপাড়ায়। উন্নয়ন অপেক্ষা করছে পাশেই দামোদরের বালিখাদে, নদী এবং সড়কের সংযোগকারী লরি চলা মাটির রাস্তা আর বড় রাস্তায়। বালির লরির দিকে হাত বাড়ালেই পয়সা। পারিবারিক কাজকে দূরে ঠেলে নতুন প্রজন্মের অনেকেই নদী থেকে বালি তোলার নানা কাজে যুক্ত হয়েছে ভালো রোজগারের আশায়।

বেশি দূর লেখাপড়া করার চল একেবারেই নেই পালপাড়ায়। মেয়েরা মাধ্যমিক পাশ করলেই শুরু হয়ে যায় বিয়ের তোড়জোড় অপেক্ষা শুধু বয়সের বুড়ি ছোঁওয়া। এখানকার মাটির শিল্পীরা পাননি কোনো সরকারি অনুদান বা ঋণের সুবিধা। সালুন পালপাড়া যেন প্রদীপের তলদেশ।

করোনা পর্বে রবীন্দ্র জয়ন্তী

শিবানী পাল

বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। প্রথম ঋতু গ্রীষ্মেরও আরম্ভ বৈশাখ থেকেই। কিন্তু বাঙালি রবি মাস হিসেবেই এই মাসটিকে ভাবতে ভালোবাসে। তাই ১ বৈশাখ থেকেই শুরু হয়ে যায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি। কারণ তিনি যে আমাদের প্রাণের কবি, আত্মার আনন্দ। তিনি আছেন আমাদের মননে, চিন্তনে, অভ্যাসে, আনন্দে, বিষাদে, ক্ষোভে এবং রোষে।

কিন্তু বাংলা ১৪২৭ সালের বৈশাখ মাস অন্যান্য বছরের মতো কাঁচা আমের সুগন্ধ, বেলি এবং জুঁই ফুলের সৌরভ আর কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার সৌন্দর্য নিয়ে বাংলার নিসর্গকে রূপে রসে গন্ধে আমোদিত করে তুললো না, বাঙালির মনকে রবীন্দ্রায়ণে আমোদিত করলো না। বরং আমাদের সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস মূর্তিমান বিভীষিকা নামিয়ে এনেছে মৃত্যু মিছিলের শীতলতায়।

এই কঠিন বিপদেও 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে'—কবির এই আবেদন আমাদের সাহস যুগিয়েছে, উৎসাহিত করেছে। তাঁর সেই উদাত্ত গান—"আমি ভয় করবো না ভয় করবো না। দু'বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না"। আমাদের পথ দেখায়।

দীর্ঘ ৮০ বছরের জীবনকালে কবি দেখেছেন বহু, সহ্য করেছেন আরও বেশি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) দেখেছেন, ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যালীলা দেখেছেন। দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৬) প্রারম্ভ। এছাড়াও তাঁর জীবনে আছে প্রিয়জন হারানোর গভীর বেদনা। তিনি নিজে কখনও হার মানেননি। তাঁর পাঠক প্রিয়জনদেরও হার মানার শিক্ষা দেননি। প্রিয়তমা স্ত্রীর ছবি তাঁকে বেদনা ভুলে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছে।

১৯৩৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাপানি বিমান চীনের বিভিন্ন প্রান্তে বোমা বর্ষণ করে অগণিত মানুষ হত্যা করে। পৃথিবীর অন্যান্য শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও সেসময় বিক্ষোভে গর্জে উঠেছিলেন। সমস্ত বিশ্বের কাছে চীন সহানুভূতি লাভ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে করোনা পর্বোত্তর বিশ্ব পরিস্থিতিতে প্রায় গোটা বিশ্বের সন্দেহ চীন এই ভাইরাস ছড়িয়েছে। এতদিন শত্রু ছিল দৃশ্য, কিন্তু করোনা অদৃশ্য শত্রু। একে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু এর আগ্রাসী থাবায় অগণিত মানুষের প্রাণ যেন খেলার পুতুল হয়েছে। মানব ইতিহাসে কি করোনার দানবিকতাই শেষ কথা! না। সভ্যতা এত সহজে শেষ হয় না।

'আমাদের চিন্তা আছে। তার মূল্য যতটুকুই হোক তাকে মহতের দিকে প্রয়োগ করবো'—রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবারের ২৫ বৈশাখ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—ক্ষুদ্র দুঃখকে জয় কর, দেখবে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।'

দূরদৃষ্টির অধিকারী কবি বর্তমান বিশ্বের জর্জরিত অবস্থার কথা চিন্তা করেই কি এই কথাগুলো বলেছিলেন? যেমন বলেছিলেন শতবর্ষ পরে তাঁর জন্মদিন কীভাবে পালিত হবে তার কথা! কবির জীবদ্দশায় একটি জাতীয় জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। বহু প্রাণহানি ঘটেছিল। শান্তিনিকেতনও এই জ্বরের প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়নি। তবে সেখানে কোনো প্রাণহানি ঘটেনি। এই জ্বর 'যুদ্ধজ্বর' নামে পরিচিতি পেয়েছিল। যাকে আমরা এখন ইনফ্লুয়েঞ্জা নামে জানি।

রবীন্দ্রনাথ ওই রোগ উপশমের জন্য তেউরি, নিম, গুলঞ্চ, নিশিন্দা এবং থানকুনি সহযোগে একটি 'পঞ্চতিক্ত পাচন' তৈরি করে সেবন করিয়ে আশ্রমবাসীদের সেবার মহামারী থেকে রক্ষা করেছিলেন। বর্তমানের যে করোনা রোগ, এই রোগেও সংক্রমণের প্রধান উপসর্গ জ্বর। হয়তো রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত এই 'পঞ্চতিক্ত পাচন' আমাদের এই যাত্রায় কিছুটা রক্ষা করলেও করতে পারে। সব শেষে কবির ভাষাতেই—'ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির, আমি আছি, তুমি আছো, সত্য আছে স্থির'।

নদী

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

নদী, স্রোতে ভাসে
খড়কুটো, চিঠির হলুদ....
যাওয়া আসা, ভালোবাসা
বুকের গভীরে সেই ঢেউ
মনে হয়, সমস্ত অসুখ
ডুবে যায় প্রার্থনায়
পড়ে থাকে স্মৃতিচিহ্ন
দূরে ডাকে কেউ।

যন্ত্রণা

কাকলি ঘোষ

গভীর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে অবিরাম
এক ফসিলকে ঘিরে আর্তনাদ—
রামায়ণ কাব্য হয়ে ওঠার যন্ত্রণামুক্তি
হয়েছিল কিন্তু ইতিহাসকে দিয়ে গেল
এক কঠিন যন্ত্রণা।
রাম নামক ব্যাক্তিটির মমি হয়ে ওঠার
সুতীব্র বাসনা দিয়ে গেল কঠিন, তীব্র
এক অসুখ।
শূন্য থেকে জন্ম যে যন্ত্রণার
আজ অবরুদ্ধ করেছে আমাদের
চেতনা আমাদের জন্ম জন্মান্তরের মনন।
একদল মানুষ তাই বেরিয়ে পড়েছে
খোলা ময়দানে—তারা মানুষের পাশে;
আজ তাই লালে লাল
মাঠ-ঘাট-পথ
ইতিহাস লড়ে দেবে আজ
লং মার্চ, লং মার্চ আর লং মার্চ।

পাইন

লক্ষ্মণদাস ঠাকুরা

বারবার ফিরে যাই পাইন গাছেদের কাছে।
মগডাল সূর্যের কাছে বাঁচার মন্ত্রে করে না তপস্যা।
জীবন লড়াইএ দৃঢ় ঋজু ঝড়ের ছোবল তুচ্ছ।
অরণ্যে পাশাপাশি বন্ধুত্বের অস্তিত্ব উজ্জ্বল।
খরা দেশ পাতার ঝিরিঝিরি ভালোবাসার গান
মুগ্ধ ভ্রমণপিয়াসী খোঁজে প্রেমের আদিম বিস্ময়।
চড়াই উৎরাই আলোছায়ার অন্তহীন চলচ্ছবি
ঘর গেরস্থালির সাবধানি প্রাচীর ভেঙে যায়
জাগায় বোধ অরণ্য অগাধ অপার।
লালন করি ঘর সাজানোর ফুলদানি ভালোবাসা।
কুড়িয়ে নিউ দুইহাতে কী সুন্দর পাইনের ফল।

ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে থাকার মুগ্ধতায় নয়
জ্যোৎস্না রাতে ভ্রমণ ক্যালেন্ডার জুড়ে দাঁড়িয়ে
আছে
সোজা সরল পাইনগাছের সারি।

তিনের মধ্যে সাত

কুশল দে

আমার ত্রিবর্ণ পতাকার মধ্যে বিরাজ করে
সাত-সাতটি রঙ
যাঁর নাম ধর্মনিরপেক্ষতা
সূর্যের মতন।
যেভাবে, মাটিকে আগলে রাখে
গাছ গাছালির শেকড় স্বজন!
মাটির রসেই প্রাণের স্বপন।
যেভাবে, নদী নালা মিশে যায় সাগর বুকে
যেভাবে, পাখিরা মেলে দেয় রঙিন ডানা
আকাশ বর্ণমালায়।
যেভাবে, গাঁথা হয় নক্ষত্র ফুলের মালা
ভাষার মতন।
সেভাবেই আমি দেখি আমার পতাকা
আমার জীবন।

জি.আর.ও দপ্তর স্থানান্তর

সংবাদদাতা, কালনা, ২০ আগস্ট : শেষ পর্যন্ত স্থানান্তরিত হল কালনা মহকুমা আদালতে জি.আর.ও দপ্তর। ভগ্নদশা ভবন থেকে এই দপ্তর সাময়িক স্থানান্তরিত হল কালনা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত ভবনের তৃতীয় তলায়। উল্লেখ্য গত ১৩ জুলাই প্রথম এই দপ্তরের ছাদের চাঙর ভেঙে দুজন কর্মচারী আহত হন। তার পরেও বেশ কয়েকবার চাঙর ভেঙে পড়ে। যার ফলে প্রাণহানির আশঙ্কায় কর্মচারীরা দপ্তরের কাজ বন্ধ করে দেন। অন্যদিকে গত ১৪ জুলাই মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট বা উধাও হওয়ার আশঙ্কায় কালনা জিআরও দপ্তর স্থানান্তরের দাবি তোলেন আইনজীবীরা। কালনা বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলা বিচারপতির নিকট লিখিত দাবি করা হয়। কালনা বার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালন কমিটির অন্যতম সদস্য পার্থসারথি কর বলেন, দিনের পর দিন কালনা জিআরও দপ্তরের ছাদের চাঙর ভেঙে পড়ায় কাজ করার পরিবেশতো নষ্ট হয়ই, পাশাপাশি বহু মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট বা উধাও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই আজ জিআরও দপ্তর স্থানান্তরিত হওয়ায় স্বস্তি পাওয়া গেল। কারণ এতে প্রাণহানি ও মামলার নথিপত্র হারানোর আর আশঙ্কা রইল না।

মেমারি পৌরসভায় ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ আগস্ট, মেমারি : আজ সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি নিয়ে মেমারি পৌরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মেমারি বামুনপাড়া মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে পৌরসভার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং কিছুক্ষণ পর পৌরসভার ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পৌরপ্রশাসক না থাকায় বড়বাবুকে ডেপুটেশনের কপি জমা দেওয়া হয়।

উল্লেখ দাবিগুলি হল পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার ও স্যানিটাইজ করতে হবে। আমফান ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সামাজিক দূরত্ব মেনে ও গুটিকয়েক মানুষ নিয়ে জমায়েত না করে ডেপুটেশন দিতে উপস্থিত ছিলেন পীযূষ বিশ্বাস, পিন্টু ভট্টাচার্য ও চিন্তা কোঙার প্রমুখ।

শহিদ ক্ষুদিরাম-এর বিতর্কিত ছবি : জেলা জুড়ে প্রতিবাদে ছাত্রযুবরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ আগস্ট, বর্ধমান : বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুকে নিয়ে জি-মিডিয়ার বিতর্কিত ছবি পোস্ট নিয়ে ক্ষোভে সোচ্চার হল বর্ধমান জেলার ছাত্র-যুবরা। জেলায় সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এস.এফ.আই ও ডি.ওয়াই.এফ.আই। বর্ধমান শহরে এদিন ঢলদিঘি পেট্রোল পাম্পের নিকট একটি পথসভা আয়োজন করা হয়। জি-মিডিয়ার কুরুচিকর ছবি পোস্টের নিন্দা করা হয়। পূর্বস্থলীতে জি-মিডিয়ার কর্ণধারের কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বীরেশ্বর নন্দী, অনুপ ঘোষ, সুমন্ত মুণ্ডারি। কালনায় শহরজুড়ে পোস্টারিং করা হয়।

গাপ্পি মাছ ছাড়ছেন গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৯ আগস্ট : পতঙ্গবাহিত রোগ ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আজ দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জলাশয়ে গাপ্পি মাছ ছাড়া হল। এই মাছ সমস্ত মশার লার্ভা খেয়ে পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়ে উঠবে। আর সরকারের এই কর্মসূচি সুচারুভাবে রূপায়ণ করলেন গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা। গ্রামীণ সম্পদকর্মীরা জানান, গ্রামে গ্রামে মানুষের বাড়িতে গিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। আমরা বর্তমানে নোভেল করোনা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা গড়ে তোলার কাজ করছি। তার পাশাপাশি পূর্বস্থলী-১ ব্লক প্রশাসনের নেওয়া গাপ্পি মাছ ছাড়ার কর্মসূচিতেও যুক্ত হয়েছি। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ সম্পদ কর্মী আছেন ২৫ হাজার। মাসিক সাড়ে তিন হাজার টাকা ভাতায় রাতদিন এক করে এদের কাজ করতে হয়। গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের দাবি সরকার তাদের প্রতি সদয় হোক।

বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

—প্রথম পাতার পর

বিল একসাথে নেওয়া যাবে না, সারা দেশের চেয়ে এরাজ্যে বিদ্যুতের দাম বেশি কেন? করোনা পরিস্থিতিতে ৩ মাসের জন্য ২০০ ইউনিট বিদ্যুতের দাম মুকুব করতে হবে, করোনা পরিস্থিতিতে কাজ হারাদের বিদ্যুৎ বিল মুকুব করতে হবে, অস্বাভাবিক ভুতুড়ে বিল পাঠানো চলবে না, বিদ্যুৎ শিল্প বেসরকারিকরণ করা চলবে না। এই দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন স্বপন ব্যানার্জী, জনা মুখার্জী, সুজয়প্রসাদ সাহা, মানিক মণ্ডল প্রমুখ। বিক্ষোভ সভা পরিচালনা করেন তাপস দাস। অন্যদিকে অরুণাভ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ডিভিশনাল ম্যানেজারকে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেন। তার আগে প্রতিনিধিরা ডিভিশনাল ম্যানেজারের সঙ্গে দাবিগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ডিভিশনাল ম্যানেজার আশ্বাস দেন দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে।

দাঁইহাট পুরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া, ২০ আগস্ট : দাঁইহাট পুরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান ও সিপিআই(এম) নেতা বিদ্যুৎবরণ ভক্ত (৫৮) গতকাল রাতে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি সিপিআই(এম)-এর কাটোয়া-২ এরিয়া কমিটির সদস্য ছিলেন ও সি.আই.টি.ইউ কাটোয়া-২ আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি চরপাতাই হাট হাই স্কুলের জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। দলমত নির্বিশেষে মানুষ শ্রদ্ধা জানান। ২০০০ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি দাঁইহাট পৌরসভার কাউন্সিলার ছিলেন। এর মধ্যে তিনবার পুরপ্রধান হন। ২০১৭ সালে শাসকদল জোর করে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। সি.আই.টি.ইউ সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দলের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক।

চিকিৎসকের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : মেমারির বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জী প্রয়াত হয়েছেন দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। উনি কর্মজীবনে ভারতীয় রেলের চিকিৎসক ছিলেন। অবসরের পর মেমারি শহরে প্রাইভেট চিকিৎসা করতেন। স্টুডেন্ট হেলথ হোম-এর মেমারি ইউনিটের জন্মলগ্ন থেকে তিনি যুক্ত ছিলেন। ওনার প্রয়াণে মেমারির মানুষ একজন ভালো মানুষকে হারালো।

গীতা রায়-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রয়াত হলেন প্রবীণ সিপিআই(এম) কর্মী গীতা রায়। ২০ আগস্ট দুপুরে কাটোয়া কলেজপাড়ায় নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি রেখে গেছেন দুই পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ। তাঁর স্বামী পি. এন. রায় ছিলেন রেলওয়ে শ্রমিক কর্মচারি আন্দোলনের নেতা। ১৯৭৪ সালে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক।

বিজ্ঞানকর্মী গৌরপ্রসাদ ঘোষ প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ আগস্ট মেমারি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, মেমারি-১ বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভাপতি গৌরপ্রসাদ ঘোষ আজ দুপুরে করোনামুক্তি পেলেও, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন। প্রায় ৪০ দিন আগে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। মাঝে শ্বাসকষ্ট হওয়ার জন্য কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাননি, তাই দেহ দান করে গেলেও তা আর সম্ভব হচ্ছে না। কোভিড প্রটোকল মেনেই সরকারিভাবে ওনার দেহ পরিবারের সদস্যদের দেওয়া হয়নি। কর্মজীবনে উনি কৃষি খামারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ছিলেন। জীবনে কখনো দেরি করে ডিউটিতে যাননি। ছুটির দিনেও এবং পরও অফিস, কৃষি খামারের কাজে যুক্ত থাকতেন। অবসরের পর থেকে গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি সদাব্যস্ত থাকতেন বিজ্ঞান মঞ্চ, বিজ্ঞানসম্মত কৃষি কাজে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান করার কাজে। পাড়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। যেকোনো সময় মানুষের বিপদে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ওনার দুই পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি বর্তমান। তিনি মেমারি বইমেলার সাথেও যুক্ত ছিলেন। ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন।

কোভিড অ্যান্টিবডি টেস্ট

—প্রথম পাতার পর

করেছে। দল প্রায় একমাসের বেশি সময় শহরের নানা প্রান্তে কার্যত বিনামূল্যে সব্জি বাজার বসিয়েছে। কোথাও ১ টাকা কোথাও তাও লাগেনি। এছাড়া শহরে কয়েকটি গণ-রান্নাঘরে ধারাবাহিকভাবে যাদের প্রয়োজন খাবার যোগানো হয়েছে। এর মধ্যে বীরহাটা আর নীলপুর উল্লেখযোগ্য। নীলপুরে পুরো একমাস পিপল্‌স-কিচেন চলছে। এখানে এসেছেন দলের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। ভাতছালায় সব্জিবাজারে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ। এর বাইরে দলের বিভিন্ন শাখার কর্মীরা নানাভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মানুষের কাছে পৌঁছেছেন। এবারের উদ্যোগটি অভিনব। দলের বর্ধমান শহর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন এই টেস্ট আই সি এম আর অনুমোদিত কিট দিয়ে করা হবে। এরমধ্যে কারো শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে কি না তা নির্ণয় করবে এই পরীক্ষা। একটি নামকরা সংস্থা এর ক্লিনিক্যাল ও মেডিকেল সহায়তায় থাকছে। খরচ মাত্রই ৩৭৫ টাকা। দলের জেলা দপ্তরে সকাল ১০টা থেকে এই টেস্ট হবে। আপাতত এই রবিবারই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। দলের এরিয়া কার্যালয় মোবারক বিল্ডিং-এ নাম নথিভুক্ত করা যাবে। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সৌম্যাল্য চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই টেস্ট খুব কার্যকরী। এর মধ্যে দিয়ে কারো শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হলে তা বোঝা যাবে। জনসংখ্যার একটা বড় অংশ যেহেতু উপসর্গহীন তাই এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে হার্ড ইমিউনিটির দিকে ওই এলাকা বা দেশ এগোচ্ছে কি না তা জানার একটা বড়ো উপায় হচ্ছে এই অ্যান্টিবডি টেস্ট। জনসমাজে ব্যাপকভাবে এই টেস্ট হলে আরো ভালো। তিনি বলেন, আমাদের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার দেশে জন-সচেতনতা প্রসার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হতে পারে অতিমারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে।

উল্লেখ্য, গত মাসে প্রয়াত দলের কর্মী তথা মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ সংগঠনের নেতা সন্তু দত্তের স্মরণে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জনপ্রিয় এই যুবকের মৃত্যুতে শহরে শোকের ছায়া নেমেছিল। হয়েছিল মিছিল। কোভিডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর স্মৃতিকেই স্মরণ করছে দল।

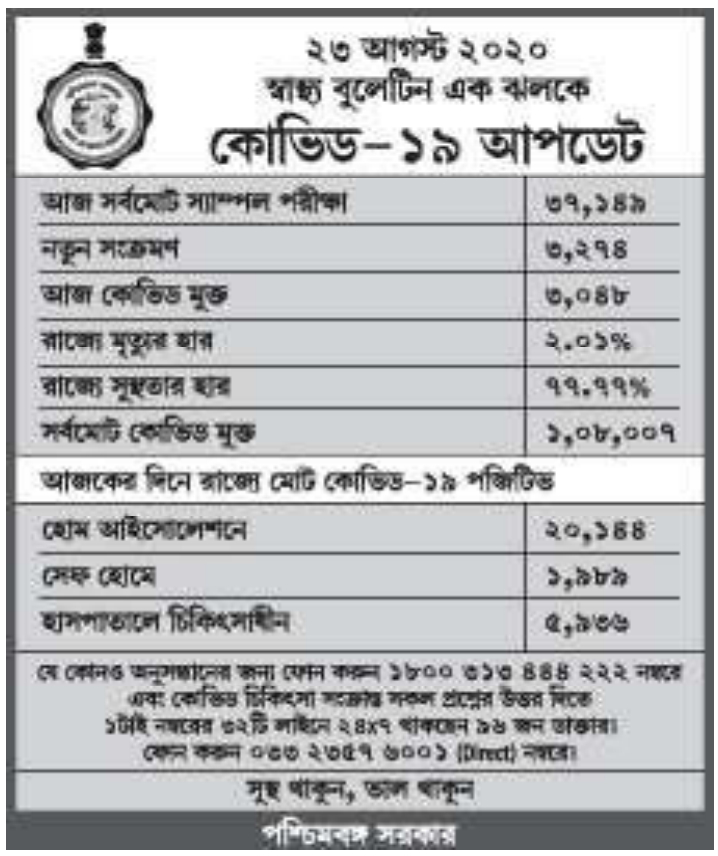

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

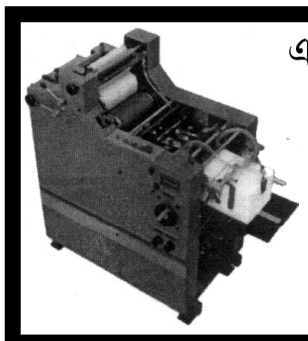

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা